শিক্ষা, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি : নিশ্চিত করবে কন্যাশিশুর অগ্রগতি

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ৩০ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী উদযাপিত হচ্ছে কন্যাশিশু দিবস। দিবসটির প্রতিপাদ্য: শিক্ষা, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি; নিশ্চিত করবে কন্যাশিশুর অগ্রগতি। এটি আজ সর্বজন স্বীকৃত যে, শিক্ষা, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি হলো মানব সম্পদ গড়ার মূল ভিত্তি; সমাজ-সভ্যতা ও ক্ষমতায়নের একমাত্র চালিকা শক্তি। এগুলি ব্যক্তি জীবনকে বদলিয়ে দেয়। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তি হয়ে উঠে চিন্তায়, চেতনায়, দক্ষতায়, আত্মশক্তিতে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত। এটিও আজ অনস্বীকার্য, যে দেশের জনগোষ্ঠী যত বেশি শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, তথ্যে ও প্রযুক্তিতে অগ্রসর, সে দেশ তত উন্নত ও সমৃদ্ধ।

বাস্তবতা হলো, আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ এখনও শিক্ষা, বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির সুবিধা থেকে বাইরে। এমনকি আমাদের জনগোষ্ঠীর অর্ধেক এখনও নিরক্ষর। বস্তুত: তাদের মধ্যে নারী নিরক্ষরতার হার পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি। এছাড়া, প্রাথমিক স্কুলে ছেলে মেয়ে ভর্তির হার প্রায় সমান হলেও, ৪১ শতাংশ কন্যাশিশু কেবল বাল্যবিবাহের কারণে ঝরে পড়ে শিক্ষা জীবন থেকে। এভাবে এদেশের কন্যাশিশু এবং নারীদের অধিকাংশই এখনো শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের অনেকেই ঘরে-বাইরে এসিড সহিংসতাসহ বহুমাত্রিক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার, যার ভয়াবহতা গোটা জাতিকে শঙ্কিত করছে। এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন থেকে পাওয়া তথ্যমতে, ২০০৯ সালে ১০৩ জন নারীর মধ্যে ১৪ জন কন্যা শিশু এবং ২০১০ সালে ১১০ জন নারীর মধ্যে ২৪ জন কন্যাশিশু এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছে। এছাড়াও কন্যাশিশু ও নারীর প্রতি ভ্রান্ত, নেতিবাচক ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী, একইসাথে অপর্যাপ্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, অদক্ষতা, দুর্বল স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার না পাওয়ার ফলে কন্যাশিশুকে পরিণত করছে কম উৎপাদনশীল ও পরনির্ভরশীল নারীতে, যা তার অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে বাধাগ্রস্থ করছে। কেবল তাই নয়, এর ফলে জাতীয় উন্নয়নের গতিও থমকে যাচ্ছে। আর এর মাশুল গুণতে হচ্ছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গোটা জাতিকে।

এই বাস্তবতায়, ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে, জাতিকে শিক্ষায়, বিজ্ঞানে ও তথ্য-প্রযুক্তিতে এগিয়ে নেয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। আর এর জন্য প্রয়োজন পুরুষের পাশাপাশি নারীর জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সম সুযোগ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। কারণ জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ নারীকে পেছনে ফেলে রেখে, কোন জাতি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারেনি। তাই নারীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। আর এই মানব সম্পদ গড়ার প্রক্রিয়াটি শুরু করতে হবে কন্যাশিশুর জন্ম লগ্ন থেকে। কন্যাশিশুর ভবিষ্যতই বাংলাদেশের ভবিষ্যত। আজকের কন্যাশিশু আগামী দিনের নারী এবং নারীই ভবিষ্যত সন্তানের প্রথম শিক্ষক। তাই পরবর্তী প্রজন্মকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রথম শিক্ষককে পেতে চাইলে, দেশের প্রতিটি কন্যাশিশুর জন্য যথাযথ শিক্ষা, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

স্বল্প পরিসরে হলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর পদচারণা ঘটছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, আইনজীবি, পুলিশ, সেনা, বৈমানিক, নাবিক, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশাসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে আজ যুক্ত হচ্ছেন নারীরা। এ সংখ্যা দিন দিন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে, যদি জাতি হিসেবে আমরা কন্যাশিশুর যথাযথ বেড়ে ওঠার ওপর গুরুত্ব দিই।

নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক একটি আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে, নারীর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হলে, নারীর ক্ষমতায়নের পথের বাধাসমূহ দূর করা অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই আসুন, এই উপলব্ধি থেকে এবারের জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে আমরা অঙ্গীকার করি-

- কন্যাশিশুর সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে তাদের জন্য যথাযথ শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করি
- কন্যাশিশুকে দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আইটিসহ বিভিন্ন দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের সুযোগ নিশ্চিত করি
- এসিড সহিংসতা ও যৌন নির্যাতনসহ কন্যাশিশুর প্রতি সকল সহিংসতা বন্ধে দুর্বার সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি
- বাল্যবিবাহ বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করি
- কন্যাশিশুর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করি এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করি
- কন্যাশিশুর প্রতি বিশেষ যত্নবান হই এবং এর মাধ্যমে উন্নততর বাংলাদেশের বীজ বপন করি।

প্রচারে: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম **সহযোগিতায়: এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন**